



মানবাধিকার সংগ্রামী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী
বিপ্লব হালিম-এর
৭৩ তম জন্মদিবস উদযাপন
ও
বিপ্লব হালিম স্মারক সম্মান প্রদান
(৩য় বর্ষ)

মুখবন্ধ



“আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিতে এবং উহার সকল নাগরিক যাহাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচার; চিন্তার, অভিব্যক্তির, বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা; প্রতিষ্ঠা ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতভাবে লাভ করেন; এবং তাঁহাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতির আশ্বাস ভ্রাতৃত্ব বর্ধিত হয় তজ্জন্য সত্যনিষ্ঠার সহিত সংকল্প করিয়া আমাদের

সংবিধান সভায় অদ্য, ২৬ নভেম্বর, ১৯৪৯ তারিখে, এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং আমাদেরকে অর্পণ করিতেছি।” (ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধ)

ভারতীয় গণতন্ত্রের সারসংক্ষেপ, যা আমাদের সংবিধানের লিপিবদ্ধ তা মানুষের গণতন্ত্রের কথা বলে, সমান অধিকারের কথা বলে, বলে সুশাসন ও তাতে মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের কথা। এরপরে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থার আরো বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যাতে তৃণমূল স্তর থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনা তথা বিকাশের পথ সাধারণ মানুষ নিজেই নির্ধারণ করতে পারেন। সম্পূর্ণ না হলেও এই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় যেন গান্ধীজির গ্রাম স্বরাজের অনুপ্রেরণার ছায়া দেখা যায়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও কার্যকরী করার উদ্যোগ সমাজের সকল স্তরেই সমাদৃত হলেও এর বাস্তবায়নের পথে দেখা গেছে অনেক বাধা বিপত্তি, যার সাথে ওতো-প্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি ও নানান অর্থনৈতিক স্বার্থ।

পশ্চিমবঙ্গে বিগত দশকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আরো প্রসার হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের পাশাপাশি এ রাজ্যের নতুন সংযোজন গ্রাম সভা। গ্রাম সভার সদস্য প্রতিটি গ্রামবাসী। আর গ্রামসভার কার্যকরী অনুশীলনে

প্রতিটি গ্রামবাসীই হয়ে উঠতে পারে ভবিষ্যৎ ভারতের রূপকার। একই সাথে এ রাজ্যে পঞ্চায়েত স্তরেও দলীয় প্রতীককেই সামনে রেখে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হয়।

পঞ্চায়েত, বিশেষ করে গ্রামসভা যে দরিদ্র বঞ্চিত মানুষদের গণতান্ত্রিক অধিকার লড়াইয়ের এক হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে, সত্যিই সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে, আজীবন এই বিশ্বাস ও স্বপ্ন চোখে পথ হেঁটেছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রয়াত বিপ্লবহালিম।

তাঁর নিজের হাতে গড়া সামাজিক সংগঠন ইমসেতে তিনি ধারাবাহিক ভাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তথা গ্রামসভাকে সক্রিয় ও কার্যকরী করার জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন। নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, মহিলা সদস্যদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন, একাধিক মডেল গ্রামসভা গঠন ও তাতে অংশ নিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি কাজের প্রচলন তিনি করেন, যার ধারাবাহিকতা এখনো তাঁর সহকর্মীরা রক্ষা করে চলেছেন। ইমসে থেকে পঞ্চায়েত নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রকাশিত হয়েছে অনেক পুস্তিকা। এছাড়াও পঞ্চায়েতের সাথে সম্পৃক্ত নীতি প্রণয়ন ও গবেষণার কাজে রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজের বিশেষজ্ঞ মানুষদের সাথে তিনি নিয়মিত আলাপচারিতা করতেন ও রাজ্য ও আন্তঃরাজ্য মতবিনিময়ের জন্য অনেক আলোচনা সভারও আয়োজন করেছিলেন তিনি। বিদেশের দরবারে, নানা আন্তর্জাতিক আলোচনাসভায়, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ হিসাবে তিনি চিরকাল পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উদাহরণ টেনে গ্রামসভার সশক্তিকরণের কথা বলে গেছেন।

আজ ভারতীয় গণতন্ত্র এক গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন এ কথা অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। দেশে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, ধনী-গরীবের অর্থনৈতিক ফারাক বৃদ্ধি আজ আকাশচুম্বী। এক পরিসংখ্যান বলছে দেশের ১ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে ৭১ শতাংশ সম্পদ। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে দেশের অর্থনীতি আজ সব থেকে দুর্বল। প্রান্তিক মানুষেরা আজ সুশাসন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু থেকে নিবাসিত। ধর্মীয় সংখ্যালঘু, দলিত, মহিলা, আদিবাসী সম্প্রদায়ের পায়ে নীচের মাটি আজ টলমান। তাদের আয়ের উৎসগুলির নির্লজ্জ বাণিজ্যিকরণ একমাত্র মুষ্টিমেয় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর আরো মুনাফা লাভের পথকেই প্রশস্ত করছে। সার্বিক উন্নয়নের নীতি নির্ধারণে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার

প্রতিফলনের ক্ষেত্র আজ সংকুচিত। বর্তমান কালে দাঁড়িয়ে, সংবিধানের আলোয়, যদি আমরা গণতন্ত্র অর্জনের ও তার প্রয়োগের মূল্যায়ন করি, তবে পরিস্থিতি খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। কিন্তু সংবিধানের দেখানো পথেই, যদি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণকে আরও জোরদার করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা যায়, তবে নিশ্চয় এক মজবুত গণতান্ত্রিক ভারত গঠনের পথে তা হবে সুদৃঢ় পদক্ষেপ, এমন এক গণতান্ত্রিক ভারত, যার বর্ণনা ধরা আছে সংবিধানের মুখবন্ধে; এমন এক দেশ আজীবন যার সাধনা করে গেছেন বিপ্লব হালিম ও তাঁর মত আরো বিশিষ্ট সমাজসেবী মানুষেরা।

এই ভাবনা থেকেই বিপ্লব হালিমের ৭৩তম জন্মদিবসে (১৯৪৭-২০১৭) এবারের স্মারক বক্তৃতা - 'আমাদের গণতন্ত্র ও অধরা পঞ্চায়েতী রাজ : ফিরে দেখা'-র আয়োজন।

বিশ্বে তথা দেশে আজ যে অতিমারীর প্রকোপ চলছে, সেই কঠিন সময়ে আমাদের এই সভার আয়োজন একান্তই প্রযুক্তি নির্ভর। প্রধান বক্তা ড. বুদ্ধদেব ঘোষ মহাশয়কে মূল বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সেই সব নিরলস সমাজসেবীদের যাদের হাতে 'বিপ্লব হালিম স্মারক সম্মান' তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। ধন্যবাদ সমস্ত সম্মানীয় অতিথিবৃন্দদের, যারা এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে একে সমৃদ্ধ করেছেন আর শেষে ধন্যবাদ আমাদের সহকর্মীদের যাদের একনিষ্ঠ পরিশ্রমে ও ভালোবাসায়, বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা, এবার তৃতীয় বছরে পা দিল। আন্তরিকভাবে এই আলোচনাসভার সাফল্য কামনা করি।

উজ্জয়িনী হালিম

ইমসে

শ্রী খোকন মন্ডল



শারীরিক প্রতিবন্ধকতাও শ্রী খোকন মন্ডলকে নিঃস্বার্থ সমাজসেবার থেকে দূরে রাখতে পারে নি।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সহ সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে দরিদ্র পরিবারের শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছেন। শ্রী খোকন মন্ডল Social Work-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন (MSW) ও নিজের শিক্ষাকে

নিছক ডিগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজসেবার লক্ষ্যে তাকে কাজে লাগানোর জন্য গঠন করেন স্বচ্ছাসেবী সংস্থা ‘মঠেরদিঘী পল্লী সেবা সদন’।

এই সংগঠনের মাধ্যমে শ্রী মন্ডল একাধিক সামাজিক কর্মসূচী রূপায়ণ করে চলেছেন। কৃষি, সচেতনামূলক কাজ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সুন্দরবনের মানুষের বিকল্প জীবিকা, ভার্মিকম্পোস্ট, মাশরুম তৈরি ইত্যাদি কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রী খোকন মন্ডলের জীবনের শুরুটা ছিল আর পাঁচটি ছেলেমেয়ের থেকে অনেক বেশী কঠিন। তিন বছর বয়সে পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে ডান পায়ে ক্র্যাচের উপর ভর করে তাঁকে চলাফেরা করতে হয়। তিনি ৭০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতা নিয়ে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে দরিদ্র কৃষক পরিবারে দারিদ্রতার সঙ্গে বেড়ে ওঠেন। সেই সময় থেকেই দারিদ্রতা, কৃষকের যন্ত্রণা, প্রত্যন্ত গ্রামে চিরাচরিত সমস্যা খুব কাছ থেকেই তিনি অনুভব করেছেন। পরে তার শৈশবের স্মৃতি সামাজিক কাজে তাঁকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

২০২০ সালে সারা বিশ্বের সাথে আমাদের দেশ ও রাজ্যেও করোনা অতিমারীর ভয়ানক বিপর্যয় ঘনিয়েছে। সুন্দরবনবাসীদের জন্য এর সাথে আবার যুক্ত হয়েছে সুপার সাইক্লোন আমফানের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। ফলে দরিদ্র, অসহায়, দুঃস্থ মানুষজন আজ মহাসংকটে। জীবিকা থেকে শুরু করে খাদ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা এমনকি সুন্দরবনের বেশ কিছু অঞ্চলে বাসস্থানেরও বেহাল অবস্থা। এই প্রেক্ষাপটে শ্রী খোকন মন্ডল ও তাঁর সংগঠন মানুষের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন

সাহায্যের হাত। বিশেষতঃ শিশুদের, প্রসূতি মা, অসুস্থ ও দুঃস্থ মানুষদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন সাহায্য। যেমন ১৫০ জন অসহায় শিশুদের বাড়িতে বাড়িতে বিশেষভাবে তৈরি প্যাকেট বেবিফুড পৌঁছে দেওয়া, আরও ৪০০ জন শিশুকে দুধ ও হরলিক্স প্রদান, ৫০ জন প্রসূতি মায়াদের হাতে নগদ ৫০০ টাকা ও নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া এবং ২০ জন অসুস্থ ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের নগদ ৫০০ টাকা ও নিত্য প্রয়োজনীয় ১ মাসের খাদ্য সামগ্রী প্রদান। সন্দেশখালি, গোসাবা, ক্যানিং-১, কুলতলি, বাসন্তী, জয়নগর ও বারুইপুর ব্লকের ৫০০০-এর বেশী পরিবারকে নিত্য প্রয়োজনীয় শুকনো খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করে তাঁর সংগঠন।

শ্রী খোকন মন্ডলের নিঃস্বার্থ সমাজসেবার প্রতি রইল আমাদের শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য।

শ্রীমতী প্রমিতা ভাদুড়ী



করোনা অতিমারীর প্রকোপে যখন দেশ তথা রাজ্যের মানুষ বিপন্ন, তখন প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র মানুষের পাশে, বিশেষতঃ মহিলা ও শিশুদের পাশে দাঁড়িয়েছেন শ্রীমতী প্রমিতা ভাদুড়ী ও তাঁর সংগঠন ডঃ নিখিল বিহারী মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন এবং ইলসোবা শ্রী হরি প্রসাদ গোস্বামী স্মৃতি সমিতি। কলকাতার বস্তির করোনা আক্রান্ত এলাকায় খাদ্য সামগ্রী ত্রাণ, স্যানিটাইজেশন, সুরক্ষা কিট এবং মুখোশ সরবরাহ করেছেন

তিনি ও তাঁর সংগঠন।

শ্রীমতী প্রমিতা ভাদুড়ীর সমাজসেবার শুরু ছাত্রী জীবনেই। এরপরে কর্মজীবনেও তিনি একজন সমাজকর্মী হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেন। মহিলা সমিতি পরিচালনা করা, মহিলাদের শিক্ষা (প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদেরও), স্বাস্থ্য, জীবিকা তথা শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে নানাভাবে সচেতন করা ও সাহায্য করা, সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ। শ্রীমতী প্রমিতা ভাদুড়ীর উদ্যোগে হুগলী জেলার গোনাই গ্রামে প্রি-প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে প্রমিতা দেবীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান মাদার অ্যান্ড চাইল্ড (IIMC, Sonarpur)। বিগত ১০ বছর ধরে IIMC প্রমিতা দেবীর উভয় সংগঠনকেই সাহায্য করেছে তাদের নানান কাজের বাস্তব রূপায়ণে।

শ্রীমতী ভাদুড়ী একজন প্রশিক্ষিত ফিজিওথেরাপিস্ট এবং ন্যাশানাল AIDS কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন, ভারত সরকার দ্বারা আয়োজিত HIV সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পরামর্শদাতা। তিনি দক্ষিণ কলকাতার একটি শীর্ষস্থানীয় ডায়াগনস্টিক সেন্টার (১৯৮৪)-এর একজন স্বত্বাধিকারী ও উদ্যোক্তা।

সমাজসেবায় তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা এখনও তাঁর নিত্য দিনের পাথেয়। তিনি ভবিষ্যতেও তাঁর এই সেবা ব্রতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

শ্রীমতী প্রমিতা ভাদুড়ীর একনিষ্ঠ সমাজসেবার প্রতি জানাই আমাদের সম্মান ও শ্রদ্ধার্থ্য।